সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কার মালদার সুদেষ্ণার

কল্লোল মজুমদার
ও অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৮ জুন : সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কার পাচ্ছেন মালদা কলেজের অধ্যাপক সুদেষ্ণা মৈত্র। বুধবার সাহিত্য আকাদেমির বোর্ড মিটিংয়ে ২৩ জন লেখককে সম্মাননা প্রদানের তালিকা প্রকাশিত হয়। এই খবর চাউর হতেই জেলাজুড়ে খুশির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। উল্লেখ্য, তিনি একসময় উত্তরবঙ্গ সংবাদের মালদা অফিসে সাব-এডিটর পদে কাজ করতেন।

সুদেষ্ণা বলেন, 'আজ দুপুর দেড়টা নাগাদ ফোন করে জানানো হয়, আমি সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কারের (বাংলা) জন্য নির্বাচিত হয়েছি। আমাকে আমার সমস্ত তথ্য পাঠাতে বলা হয়েছে। কবে আমাকে পুরস্কৃত করা হবে তা আমাকে নির্দিষ্ট সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কার প্রতিযোগিতায় আমার লেখা 'একরোখা চিরুণি তল্লাশি' বইটি পাঠিয়েছিলাম। প্রায় ১৬-১৭ বছর ধরে লেখালেখি করছি। ২০২১ সালে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। খুব ভালো লাগছে। ইতিমধ্যে অনেকেই ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।'

সুদেষ্ণার বাড়ি মালদা শহরের বিবেকানন্দপল্লিতে। ছেলেবেলা থেকেই বাবা-মায়ের সাহচর্যে বেড়ে উঠেছেন। বাবা সুজিতকুমার মৈত্র নেই, তবে এখনও লেখালেখিতে মা কৃষ্ণা মৈত্র রীতিমতো উৎসাহিত করেন মেয়েকে।

তাই পড়াশোনা চলতে চলতেই বাংলায় লেখালেখিতে ক্রমে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এই সময় মা তো বটেই, মালদা জেলার বেশ কিছু কবি-সাহিত্যিক এমনকি সাংবাদিকরাও তাঁকে কবিতা লেখার জন্য উৎসাহিত করেন। এরই মধ্যে সুযোগ এসে যায় উত্তরবঙ্গ সংবাদে কাজ করার। লেখার হাত পাকতে থাকে আরও বেশি। যদিও প্রথম

দিকে নিজের লেখা কবিতা সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করতেন। এরপরই নানা জনের উৎসাহে বের হয় প্রথম বই 'চোখ রেখেছি চোখে'। এই নিয়ে পরপর চার-চারটি বই লেখার কাজও শেষ হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে।

এদিন রাতে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সুদেষ্ণা জানান, নিজের পেশাগত দিক সামলে সময় পেলেই জয় গোস্বামী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখা পড়তে ছাড়েন না। আর তাঁর খুব প্রিয় দেবারতি মিত্রের লেখা।